IMPRESSION
For
Printing Solution
with Full Satisfaction
Mob : 8240097022

প্রথম
সন্দেশ

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা | ১ ডিসেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ | মূল্য ঃ ৫ টাকা

রামমন্দিরের প্রস্তুতি প্রায় শেষ

অযোধ্যার রাম মন্দির বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মন্দির

হাতে গোনা ক'দিন পর বিতর্কিত রাম মন্দির-এর উদ্বোধন হবে অযোধ্যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসনিক মহল সব সেক্টরেই চলছে জোরদার প্রস্তুতি। ২০২৪-এর ২-০-২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অযোধ্যার সমস্ত হোটেলের অগ্রিম বুকিং বন্ধ।

পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন

স্বরাষ্ট্রসচিব সঞ্জয় প্রসাদ। পর্যটন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মুকেশ মেশরাম, স্পেশাল ডি জি প্রশান্ত কুমার সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সূর্যপাল গাফওয়ার একসঙ্গে হোটেল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছেন।

ভগবান শ্রীরামের অভিষেকের জন্য প্রচুর সংখ্যক অতিথি লখনউতে আসবেন। সেই কারণে অতিথিরা যেন কোন অবস্থাতেই অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেই দিকে কড়া নজর থাকবে প্রশাসনিক বিভাগের। অতিথিদের থেকে কোনো অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হবে না এমনটাই জানান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। অতিথিদের আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি যেন না থাকে সেই দিকে বেশি নজর দেওয়া হবে।

দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সব মিলিয়ে সাত হাজার আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। বিশিষ্ট অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে সচিন তেণ্ডুলকর সহ বিরাট কোহলি তালিকায় রয়েছেন। সূত্র মারফৎ খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন গৌতম আদানি, রতন টাটাজি, মুকেশ আম্বানি প্রভৃতি ব্যক্তিরা। এছাড়া চিঠিতে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক সহ আইনজীবী, বিজ্ঞানী, কবি, গায়ক এবং পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ প্রাপক ব্যক্তিদের। শ্রীরাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই জানান, পঞ্চাশটি দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

দূরদর্শনে সরাসরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। ডিসেম্বরের শেষদিন (চলতি বছরে) মন্দির-এর সব কাজ শেষ করার উদ্যোগ চলছে। অযোধ্যায় ৭০ একর জমিতে ঐ দিনগুলিতে পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাকেত পেট্রোল পাম্প থেকে নয়াঘাট পর্যন্ত জায়গায় পার্কিংজোন ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও নতুন পার্কিন লট-এর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

রাম মন্দিরের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কয়েকটি দিন আগে থেকে চলবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতীয় রেল। উদ্বোধনের প্রথম ১০০ দিন ধরে ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১০০০ টি জেলা ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি থেকে ট্রেন চলবে। ভক্তদের ভ্রমণের সুবিধার্থে অযোধ্যাকে দিল্লি, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, পুণে, কলকাতা, নাগপুর, লখনউ এবং জম্মু সহ বিভিন্ন শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে রেলকে। যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তাদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য অযোধ্যা স্টেশনটিকে সংস্কার করা হয়েছে। যেটুকু কাজ বাকী আছে তা আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ৫০,০০০ যাত্রীর যাতায়াতের ক্ষমতাসম্পন্ন এই অযোধ্যা স্টেশনের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে

☛ এরপর চারের পাতায়

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট

সতর্কতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

আবারও সারা বিশ্বে ছড়ালো আতঙ্ক। জি এন-১ এর সন্ধান পেলেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা ভাইরাসের সাবভ্যারিন্ট নিয়ে চিন্তিত সমগ্র বিশ্বের মানুষ। দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বহু দেশে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন করলে ঝুঁকি কম বলেই মনে করছেন। এই সাব-ভ্যারিয়েন্টটি কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানী ডঃ স্বামীনাথন ও ডঃ রাজীব জয়াদেভান সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন।

এটি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো আক্রান্ত রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের কোভিড পজেটিভ। দেশের উত্তর গোলার্ধে নিউমোনিয়ার মতো সংক্রমনের হার ক্রমশ বাড়ছে। জে এন-১ সাব ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। শতকরা ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯ শতাংশ এর বৃদ্ধি ঘটছে। কাজেই বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ কোভিডকে সাধারণ রোগ হিসেবে এড়িয়ে না যেতে। কারণ অধিক সংক্রমক উক্ত ভ্যারিয়েন্ট। বিশ্ববাসীকে সাবধানে থাকার অনুরোধ ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের।

শিক্ষা নিকেতন
ইংরাজী ও বাংলা
(All Boards)
(Class V to XII)
Mob : 9903377122

এবারের লোকসভা ভোটে শেষ হাসি এখনো সহজ নয়

রাজা দাশগুপ্ত ঃ আগামী বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি যেহেতু অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনের পরিকল্পনা এবং হিসেব মতন ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের সম্ভাবনা, ফলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা সেই বাজেট অধিবেশনের পরেই আসন্ন লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যেতে চলেছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়েছিল যে , লোকসভা ভোট খুব বেশি এগিয়ে আনার পরিকল্পনা সরকারের নেই। সেইসঙ্গে তখনই জানানো হয়েছিল যে, খুব না এগোলেও নির্ধারিত সময়ের এক মাস আগে ভোট হলেও হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য , এ কথা যখন জানানো হচ্ছে সরকারের তরফে তখনো হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে বিজেপির জয় নিশ্চিত ছিল না, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু সেই জয়ের তাস বিজেপির পকেটে, ফলে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে আস সমঝোতার জন্যে সময় বেঁধে দেবার উদ্দেশ্যে ভোট এগিয়ে আনাই তাদের লড়াইয়ের অন্যতম স্ট্যাটেজি হওয়া স্বাভাবিক। তদুপরি রাম মন্দির নিয়ে উন্মাদনার যে ব্যাপক হিড়িক বিজেপি তথা শাসক দল আশা করছে, তার সুযোগ নেওয়া যদি তাদের অন্যতম পাখির চোখ হয় তাহলে এই সুযোগ তারা হাত ছাড়া করবে বলে মনে হয় না। অন্তত করাটা স্বাভাবিক নয় তাদের তরফে। সেই সঙ্গে তাদের আরো ধারণা, এবারের বিদায়ী বাজেট হতে চলেছে আলাদা রকম জনমোহিনী , এবং জনমনে তার রেশ থাকতে থাকতেই ভোট হলে তাদের সুবিধে বেশি। সেই সঙ্গে পিওকে বা পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই জায়গা, এমনকী এই দাবিকে যাথার্থ্য দিতে গিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্যেও বিধানসভায় আসন সংরক্ষিত রাখার ঘোষণা সংসদে করে কেন্দ্রীয়

☛ এরপর চারের পাতায়

সম্পাদকীয়

মাতৃবন্দনা

রোজ যে মানুষটি খোঁজ নিয়েছে পত্রিকা বের হলো কিনা জানার। ছোট থেকেই আমি তার বেশ ন্যাওটা ছিলাম। কারণে অকারণে আবার যে মনোমালিন্য হয়নি তা নয়। মাঝে মধ্যেই খিটিমিটি হয়। আমার মনে হয় এটাই সুস্থ এবং স্বাভাবিক সম্পর্কের সংজ্ঞা। জীবন-পুটুলি ভর্তি একগাদা স্মৃতি তাকে নিয়ে। তিনি আজও আমায় জড়িয়ে আছেন ছেলেমানুষ সময়ের মতই। পেশায় সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। কয়েক বছর হল অবসর যাপন ওঁর। সকাল সাড়ে দশটা মানেই মুঠো ফোন জানান দেয় তাঁর অস্তিত্বের আল্‌তো পরশ। কেমন আছিস মা? গৌরচন্দ্রিকা এই নিয়ে। তারপর অনেকটা সময় চলতে থাকে তার নিজের কথা। জীবনে আঘাত পেয়েছে অনেক। সামলেও নিয়েছে নিজের জীবনকে গুরুত্ব না দিয়ে। তার ছোটবেলা, যৌবন, বিবাহিত জীবন মোটেই মসৃণ ছিল না। বরঞ্চ বলা যায় এখন একটু ভালো আছে কিন্তু শরীরের সহযোগিতা পায় না বলে কাবু হয়।

শুধু তার নিজের পরিবারের জন্য নয়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের অসময়ের সঙ্গী থেকেছে চিরকাল। আজ সবথেকে যে কথা বলতেই হয়, আমাদের এই 'প্রথম সন্দেশ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য তার অবদান অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। মানসিক এবং দু-চারটি কড়ি প্রদানেও তার উদারহস্ত। পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা তিনি। তাঁর পুঁজি সরকারি পেনশন। সেই নিয়ে আমিও মনের জোরে এগিয়ে গেছি।

এতক্ষণ যাঁর কথা লিখলাম তিনি আমার মা। বড্ড ইচ্ছা হল একটু লিখি মানুষটার কথা। আমি তাঁর সন্তান। তাঁর শিক্ষার প্রকাশ হওয়া দরকার। আমি আমার মাকে মান্যতা না দিলে পরবর্তী প্রজন্ম আমায় তো মানবে না। সেই ছোট্ট স্বার্থ কাজ করেছে আমার। হৃদমাঝারে আমরা যা শেখাবো আগামী প্রজন্ম তো আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে শিখবে। এতকাল তো তাই হয়ে এসেছে।

এবার শেষ করতে হবে এই লেখা। মা ছাড়াও যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা যেহেতু সম্ভব নয় কাজেই অনুচ্চারিত থাক এখনকার মতো।

আগামী দু'হাজার চব্বিশ সকলের আনন্দময় হোক। সুস্থ থাকুন। যাঁরা সহযোগিতা করেননি, উল্টে বাঁশঝাড়ের ঠিকানা বলে ফুস করে কেটে পড়েছেন তাঁরাও ভালো থাকুন। এরকম বংশউদ্যানের ঠিকানা দিন আর একাধিক 'সন্দেশ' হাতে পেয়ে যান আপনারা, যারা সত্যি বিনা স্বার্থে আমার পাশে আছেন। থাকবেনও।

রেকর্ড দামে বিক্রি হয়েছে প্রিন্সেস ডায়নার ড্রেস

১৯৯১ সালে প্রিন্সেস ডায়নার একটি ভেলভেট গাউন। প্রায় চার লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাউন্ডে বিক্রি করা হয়। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে বিক্রি হওয়া ড্রেসটি ছিল সবচেয়ে চড়া দামের ড্রেস। সেই রেকর্ড ভেঙে ডায়নার আরও একটি ড্রেসের দাম উঠলো নয় লক্ষ পাউন্ড। হলিউডের পুলিয়েন্স অকশন্সে নিলামে ড্রেসটি চড়া দাম পায়। ১৯৮৫-তে এই ড্রেস তিনি একটি ডিনার পার্টিতে পড়েছিলেন। রয়েল ফ্যামিলিতে ডায়না নানা ধরনের ইউনিক ড্রেস পড়তেন।

শতবর্ষে গৌরকিশোর ঘোষ

লেখা শুরু করার আগে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছিল কীভাবে শুরু করব। বাঙালি জীবনে সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ নামটি বেশ একটা ভারি ভারি ব্যাপার। গুছিয়ে না লিখলে নিন্দার ঝড় উঠবে। তবে সমালোচনা অবশ্যই স্বাস্থ্যকর। এই সবকিছু মাথায় রেখে খাতা নিয়ে বসলাম। ল্যাপটপটা ক'দিন বিগড়েছে। কাজেই পুরনো অভ্যাস মতোই খাতা-পেন নিয়ে শীতের দুপুরে বসে পড়া।

বাবা-মা ছাড়া যে দু'জন মানষের গুরুত্ব সবথেকে বেশি তাদের মধ্যে গৌরীপ্রসাদ বসু ও অন্যজন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। গৌরীপ্রসাদ বসুর হাত ধরে তাঁর সি পি আই পার্টিতে যোগদান।

১৯২৩ সালের জুন মাসে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম। ব্রিটিশ ভারতের যশোহর-এর ঝিলাইদহের হাটগোপালপুরে জন্ম হয় তাঁর। প্রাথমিক পড়াশোনা শ্রীহট্ট জেলার চা-বাগান অঞ্চলে হলেও স্কুলের পাঠ নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৪৫ সালে এ আই এস সি পাশের পর গৌরকিশোর প্রাইভেট টিউটর, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, খালাসি, ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজার, স্কুল মাস্টার, কেরানি, প্রুফ রিডার সহ অসংখ্য কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন সাংবাদিক জীবনে প্রবেশের আগে।

১৯৭৫ সালে গৌকিশোর ঘোষ এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন আশ্চর্য রকম প্রাণশক্তি, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, লড়াই করার ক্ষমতা এবং অপরিসীম দায়িত্ববোধ। শৈশব থেকে দারিদ্রতার সঙ্গে বসবাস করার ফলে তাঁর জীবন সংগ্রামমুখী হয়ে উঠেছিল। গৌরকিশোর ঘোষ-এর বাবা গিরিজাভূষণের পরোপকারের নেশার কারণেই বিপর্যস্ত সংসারের হাল ধরেছিলেন তিনি খুব অল্প বয়স থেকে। ওঁর লেখক জীবনের সাহিত্যকীর্তি 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসে ভূষণ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ওঁর বাবার চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রামে লিপ্ত লেখকের জীবন নানা অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যা তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

গৌরকিশোর ঘোষ-এর বেড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান, বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির আতঙ্কর বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের ঋষি অরবিন্দ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তীব্র প্রতিবাদ, স্পেনে গৃহযুদ্ধ এবং ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আবেগতাড়িত ঘটনাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীন হতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। যুক্তি ও সত্যচারিতা দিয়ে জীবনকে এবং সমাজকে দেখার শিক্ষা পেয়েছিলেন এই সময় থেকে।

১৯৭৫-এ আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা আইনে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীও ছিলেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্যাতন সহ্য করেও নিরন্তর সংগ্রামী জীবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মুক্তচিন্তা এবং সংগ্রামী মন এবং গণতান্ত্রিক চেতনা তাঁর সাহিত্যের উপজীব্যতা বাঙালি পাঠকদের মধ্যে সেই সময় সাড়া ফেলেছিলেন।

আশির দশকে 'আজকাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখা ছাড়াও তাঁর অনন্য সাহিত্যকর্ম বাঙালি পাঠকদের কাছে আজও অমলিন। তাঁর লেখা 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই', 'প্রতিবেশী', 'এই দাহ', 'এক ধরনের বিপন্নতা', 'মনের বাঘ', 'এই কলকাতায়', আমরা সেখানে', 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী' ইত্যাদি গ্রন্থ মনের মণিকোঠায় ছাপ ফেলে যায় একথা বলাই বাহুল্য।

তবে সাহিত্যিক হিসেবে গৌরকিশোর ঘোষকে লোকে যত না চেনে তার থেকে বেশি চেনে সাংবাদিক গৌকিশোরকে। স্বনামে গল্প, উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মনামে বহু সাহিত্য সৃষ্টি করেন। 'রূপদর্শী' এবং 'গৌরাঙ্গ কবি' নামে তাঁর বহু রম্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে। বেতালভট্ট ছদ্মনামে ছোটদের লেখা সম্পাদনা করতেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যসাধনা চলেছিল সমানভাবে। জগৎ ও জীবনের নানা রূপ দেখতে দেখতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'রূপদর্শী'। তাঁর কলমে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের ক্ষমতা ছিল বলেই বিভিন্ন ছদ্মনামে, স্বনামে, বেনামে বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতো সমাজ সচেতন লেখা চাবুকের মতো বাংলা ভাষার সাহিত্য-সমাজকে জারিত করেছে। তিনিই সেই সময়ের প্রথম হিন্দু লেখক যিনি মুসলমান সমাজের বিষয়ে বারংবার সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং ভিতর থেকে তাদের কথা বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সমাজের সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠাতেই তিনি সোচ্চার ছিলেন। এছাড়াও সমাজের নারীর অধিকার নিয়েও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। সেই সম্পর্কেও তিনি সচেতন সাহিত্যকর্ম প্রদান করেছেন এই বঙ্গসমাজে।

সত্তরের দশকে শুরু হয় লেখকের জীবনের কঠিনতম সময়। লেখক ছিলেন স্পষ্টভাষী ও মুক্তমনের অধিকারী। তার ছাপ তাঁর লেখনিতে। পার্টিতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। লেখক যে সময় এই চিঠি লিখেছিলেন তখন তিনি এমারজেন্সি মিসা কয়েদি। প্রেসিডেন্সি জেলের দশ নম্বর সেলে তিনি বন্দী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেল গৌরকিশোরের এক বছরের ঠিকানা।

আজীবন নির্ভিক সাংবাদিকতা ও সাহিত্য রচনার জন্য একাধিক সম্মানে সম্মানিত হন। ১৯৮১ সালে প্রথম সম্মানিত হন 'প্রেম নেই'। উপন্যাসের জন্য। একাধিক সম্মানে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি থেমে থাকেননি। তাঁর প্রতিবাদী কলম সোচ্চার হয়েছে ভাগলপুর দাঙ্গা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, পরিশে দূষণ, প্রতিরোধ আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদিতে।

১৯৭১ সালে প্রথম হার্ট অ্যাটাক হলেও সামলে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে 'মিসা'-য় বন্দী অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন হৃদযন্ত্র বিকল হয়। ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর পুনরায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৫ ডিসেম্বর এক নির্ভিক সত্যসন্ধানী সংগ্রামী মানুষের জীবন সংগ্রাম স্তব্ধ হয়। মৃত্যুর পরেও মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায় মরনোত্তর দেহদান করেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে তাঁর দেহ দান করা হয়।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন যেমনটি বলেছিলেন সেইভাবে বললে বলা যায়,পশ্চিমবঙ্গের এখন এই রকম অবস্থায় এই মুহূর্তে গৌরকিশোর ঘোষের মতো এমন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন। প্রাত্যহিক জীবনে এবং সংবাদপত্রের প্রতিটি পাতায় তাঁর অনুপস্থিতি আমরা অনুভব করি। আগামী দিনে হয়তো একই অনুভূতি নিয়ে বাঁচবো।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও রাজ্য সরকার

প্রণব দত্ত

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে ফেলছেন। এক কথা হকের পাওনা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দিচ্ছে না। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের যোজনা, মিড ডে মিল যোজনা এমন কত কি? কেউ বলছেন মানে পোঁ এর দল এই পাওনা কত কোটি হতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। কেউ বলছেন এক লক্ষ কোটি কেউ বা আরও বেশি। চাই-চাই দিতে হবে। রাজভবনের সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে ১৪৪ ধারার মধ্যেই অবস্থান করে বলছেন দিতে হবে। যতক্ষণ না দেওয়া হবে অবস্থান চলবে। তিনদিন পার হঠাৎ অবস্থা তলে নেবার কারণ হিসাবে বলা হল মাননীয় রাজ্যপাল নাকি কথা দিয়েছেন যে রাজ্যের দাবীকে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এতে নতুন কি আছে কে জানে।

রবিরাজ হাঁক পাড়ছেন ''কোই পরোয়া নেহি।'' কেন্দ্র যদি না দেয় তবে আমরাই দেবো।'' যদি দেবার মতো ক্ষমতা থাকে তবে এতো চেঁচামেচি কেন। আবাস যোজনার টাকা যা এসেছিল তা তো দেওয়াই হয়েছে। তিনতলা বাড়ির মালিক, ব্যবসায়ী, পার্টির কর্মিরা সবাই তো পেয়েও গেছে। আর গরিব গুর্বো জনগণ, থাক সেই কথা, ওদের নানাভাবে বলতে হবে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না তাই তোমরা টাকা পাচ্ছো না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু রাজ্যের রাজনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন জেলায় ১০০ দিনের টাকা আদায়ের অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে প্রকাশ্যে বললেন যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের বাদ দিয়ে গরিব মানুষ যারা ১০০ দিনের কাজ করলো তাদের টাকা কেন আটকে রাখা হচ্ছে। সতিই তো। আসল কথা হল গ্রাম-শহরের গরিব মানুষগুলোর কাছে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের হাতে কিছু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জাতীয় অর্থ গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। যে রাজ্যে একটা নতুন শিল্পের চিহ্ন নেই, সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না (শুধু লক্ষ কোটি কোটি টাকার মত ছাড়) সেখানে কোন মন্ত্রবলে তারা বুক ফুলিয়ে বলে যাচ্ছেন তাদের আয় নামি জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। রাজ্যের জি ডি পি জাতীয় জি ডি পি-র থেকে বেশি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আদায় হওয়া করের ৪১ শতাংশ রাজ্যের প্রাপ্য। সেই শর্ত অনুযায়ী বাংলাকে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ করের টাকা সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। শুধু যে সব প্রকল্পে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করে তার একটা খরচের হিসাব দিতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য অনুসারে রাজ্য সরকার আগের বরাদ্দের কোনো হিসাব কেন্দ্রের কাছে পেশ করেনি। তাই পরবর্তী বরাদ্দের টাকা তারা দিতে পারছে না। এখানেই আসল গোল। কি করে হিসাব দেবে? সব তো লোপাট। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুই রাজ্য রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। রাজ্য সরকারের প্রধান যখন বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না বলে মুখর হচ্ছেন। জেলায় জেলায় ১০০ দিনের টাকা আদায় করার জন্য ধর্ণা, মিছিল করছেন, তখনই কিন্তু অর্থ কমিশনের সুপারিশে রাজ্যের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আদায় হওয়া কেন্দ্রীয় করের ৪১ শতাংশ হিসেব করে প্রায় ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি টাকা করলো কেন্দ্রীয় সরকার। বিরোধীরা অবশ্য সন্দিহান এই অর্থও যথাযথ ভাবে খরচ হবে কিনা।

দলবল নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে শুরু করেছিলেন ধর্ণা। গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সাথে দেখা করে তার হাতে রাজ্যের বঞ্চনার ডেপুটেশন দেবার কথা ছিল। খবরে প্রকাশ মন্ত্রী মহোদয় প্রায় তিন ঘণ্টা তার দপ্তরেই বসে ছিলেন, কিন্তু যারা ডেপুটেশন দেবেন বলেছিলেন তারে দেখা মেলেনি।

একটা অদ্ভুত নৈরাজ্য এই রাজ্যের বুকে ঘটে চলে। শিক্ষা দপ্তর, খাদ্য দপ্তর মোটামুটি জেলখানায়। শিক্ষায় অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ আদালতের আওতায়। অযোগ্য শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় চালানোর ফলে ধ্বংসের পথে শিক্ষা ব্যবস্থা। পরসভাগুলোও বেআইনি নিয়োগের আতস কাঁচের তলায়। নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করার কৌশল অবলম্বন করে চলেছে রাজ্য সরকার।

TALUKDAR ENTERPRISE

TOTAL PRINTING SOLUTION

CA-5/1, Deshbandhunagar
Baguiati Bazar, Kolkata - 700 059

Contact :
Shankar Talukder
Mob. : 9874794018
E-mail : talukdaar.shankar@gmail.com

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত

উদয় গুপ্ত

'সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত'। নন্দিনীকে বলেছিলেন রক্তকরবীর রাজা। দর্শকের সঙ্গে নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতার মেলবন্ধন ঘটানো কঠিন কাজ। সমস্ত নাট্যদলের ক্ষেত্রেই যে এটা সত্যি, এমনটা নয়, কিন্তু বেশিরভাগ নাট্যদলের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। এখন প্রশ্ন, কেন এমনটা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি এথেন্স শহরে একসময় সারাদিন ধরে গ্রীক নাটকের উৎসব হোত। শহরের প্রান্তে পাহাড়ের কোল ঘেষে নির্মিত মঞ্চে এই উৎসব হোত যেখানে বহু দর্শক উপস্থিত থাকতেন। এত মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য অভিনেতারা চড়া মেকআপ করতেন, উচ্চৈস্বরে অভিনয় করতেন। এ ইতিহাস লন্ডনের টেমস নদীর ধারে নির্মিত খোলা মঞ্চের অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সত্যি। এই সময়ের অভিনয় ছিল অনেক জাঁকজমকপূর্ণ।

নাটকের এই ঐতিহ্যপূর্ণ আড়ম্বর পরবর্ততে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় স্তানিস্লাভস্কির হাত ধরে। ১৮৯৬ সালে মস্কো শহরে আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরে নাটকের চরিত্র নির্মাণে আসে অনেক পরিবর্তন। চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে আয়ত্ব করে অভিনয় করতে থাকেন অভিনেতারা। জাঁকজমকপূর্ণ অভিনয়ের বদলে এল স্বাভাবিকতা। বর্তমান সময়ে কলকাতার স্পন্দন ব্রেখটের নাটক ভাষান্তর করে অভিনয় করলেন ভয়ের তৃতীয় সাম্রাজ্য বা সম্রাট ও ভিক্ষুক। সমুদ্র গুহ'র পরিচালনায় এই নাটক দর্শককে আকৃষ্ট করতে সফল হয়েছে। এছাড়াও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণ বিপর্যয়, কিংবা অমল রায়ের বন্দিশালার ডাক প্রযোজনা দুটিও যথেষ্ট সফল। যদিও মঞ্চে অভিনীত এই প্রযোজনাগুলি কতটা ত্রুটিমুক্ত, তা নাট্য বিশ্লেষকরা বলতে পারবেন। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে প্রেক্ষাগৃহে বহু মানুষ এসেছেন এই নাটক দেখতে।

আবার বিশ্ব নাট্য ভাবনার সাথে দেশীয় নাট্যভাবনাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নাটকগুলির গঠন, বিষয়, ভাবনাকে ঔপনিবেশিক চেতনার বাইরে নিয়ে এসে দেশীয় ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বাগুইআটির রবিচ্ছটা নাট্য সংস্থা। অথচ, রবিচ্ছটা নাট্য সংস্থার পরিচালক স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব অমল গুহ। যে অমল গুহকে নিয়ে বিগত ২৮ মে দমদম নাগেরবাজারের অজিতেশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'অমল গুহ রেট্রোস্পেকটিভ'। অনুষ্ঠিত করেছিল 'অমল আলোয়' নামে একটি সংগঠন। পশ্চিমঙ্গে অমল গুহই প্রথম নাট্য ব্যক্তিত্ব যাঁর নামে রেট্রোস্পেকটিভ হয়েছে এবং তিনি নিজে সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। প্রেক্ষাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ এবং বহু মানুষ প্রবেশ করতে পারেননি। অথচ, সেই অমল গুহ যখন রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনা করছেন, তখন দর্শক কম হচ্ছে। আবার এই অমল গুহ যখন 'অগ্নিগর্ভ লেনা' করেছেন, তখন গ্রাম বাংলার মাঠ ময়দান ভরে যেতো।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে নাটকে অনেকটাই জোয়ার এসেছিল গ্রুপ থিয়েটার এবং গণনাট্যর মধ্যে দিয়ে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন, তুলসি লাহিড়ির ছেঁড়া তার বা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা, তরঙ্গ, মশাল ইত্যাদি নাটকের মধ্য দিয়ে। অথচ নাটকের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গণনাট্য অঙ্গিকার ধারাবাহিকভাবে প্রযোজনা করেছে বায়েন, আয় ভোটাররা, রাজা একটি বালিকা চাইলো, সেদিন নিশিথে, বাঘ, কাছেই পায়ের শব্দ, হনুমানের লেজ, সম্পাদক এবং সাম্প্রতিক প্রযোজনা শ্যামল ভট্টাচার্যের সম্প্রীতি বন্ধনে বাধা নাটক 'ভারতবর্ষ'। কিন্তু দর্শকের কতখানি কাছাকাছি পৌঁছতে পারলো এই নাটকগুলো? একইভাবে বাগুইআটি, গণসংস্কৃতি সংঘের প্রযোজনা 'কিন্তু এবং সুতরাং' ও 'রক্তবিধান' নাটক দুটিও জনমানসে ছাপ ফেলতে সফল হলো না।

মঞ্চ এবং দর্শকাশনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে কেন। নাটক কি দর্শকের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। একটি প্রযোজনার বিরাট খরচ সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে নাট্যদলগুলোকে। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কর্পোরেট অর্থ কাজে লাগাতে হচ্ছে। যার ফলে নাটককে অনেক সময়ই বাজার-সংস্কৃতির পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হচ্ছে। অমল গুহ'র মতো অভিনেতাকে আক্ষেপের সুরে বলতে হয় পুঁজির দাপটে বিনোদনমূলক সংস্কৃতি টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রতিদিন যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে, তা দর্শকের মনোজগতকে ক্ষতবিক্ষত করছে। ফলে নাটককে বাঁচাতে এবং নাটকের দর্শককে বাঁচাতে অন্যভাবে দর্শকের কাছে নিয়ে আসার রাস্তা খুঁজতে হবে। যে রাস্তায় দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা সহজ হবে। ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'যে লোক ভালো করে জীবনকে জানলো না, তার কতটুকু প্রকাশ ক্ষমতা'। উৎপল দত্ত বলেছিলেন, 'জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত'। সুতরাং জীবনকে জেনে নাটকের খণ্ডিত অংশকে নাট্যপ্রেমী দর্শকের জীবনে সম্পূর্ণ করতে পারলে রক্তকরবী'র রাজার মতো হয়তো আমাদের আর বলতে হবে না, 'সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত'।

M. G. ELECTRONICS
BAGUIATI BAZAR, KOLKATA-700 059 TEL : 033 2576 6021

☛ প্রথম পাতার পর

অযোধ্যার রাম মন্দির বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মন্দির

এগোচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য আকাশ পথ, জলপথ, রেলপথ তিনভাবেই যাওয়া যেতে পারে। আকাশপথে যেতে হলে অযোধ্যার কাছের বিমানবন্দর গোরক্ষপুর এবং আমায়ুসি এয়ারপোর্টে পৌঁছে ১১৮ কিলোমিটার এবং ১২৫ কিলোমিটার গাড়ি তে সড়কপথে গিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে যাত্রীরা। রেলপথে রামমন্দির দর্শনে যেতে হলে অযোধ্যা স্টেশনে নেমে অথবা ফৈজাবাদ জংশন তেকে যাওয়া যেতে পারে। কোলকাতা থেকে যারা যেতে চান তারা হাওড়া-দুন এক্সপ্রেসে পৌঁছে যেতে পারবেন অযোধ্যায়। সড়কপথে যেতে হলে বারাণসী হয়েও যাওয়া যায় অথবা দিল্লি, এলাহাবাদ ও গোরক্ষপুর থেকে পৌঁছে যেতে পারেন অযোধ্যায়।

রাম মন্দির যাওয়ার আগে রামমন্দিরের অফিসিয়াল ওয়েব দেখে নিন। (srjbtkshetra.orgv এই সাইটে তথ্য পেয়ে যাবেন। কবে যাবেন, কতজন যাবেন নির্দিষ্ট করে দর্শন বুকিং-এ ক্লিক করে টোকেন তৈরি করে নিন। শ্রীরামমন্দির অযোধ্যা দর্শন-এর জন্য যোকেন সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়া পোর্টাল 'Jagaran'- (জাগরণ)-এ ক্লিক করে নির্দেশ মতো পরিষেবা বুক করতে পারেন।

রাম মন্দিরে শ্রীরামের বিগ্রহ প্রতিস্থাপনের পর সমগ্র অযোধ্যায় থাণ্ডালা উৎসব হবে। আগামী ২০২৪ সালের ২৩শে জানুয়ারি থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। ২৩শে জানুয়ারি থেকে সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে শ্রীরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে।

আগামী বছর অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের আগে আমেরিকায় ভারতীয়দের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাম মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি পর্বে ওয়েবিনার সিরিজ আয়োজন করা হবে। ওয়েবিনারের থিম ''অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য ৫০০ বছরের হিন্দুর সংগ্রাম''। মন্দির নির্মাণ কার্যে ব্যায় হয়েছে প্রায় ৩০০-৪০০ কোটি টাকা।

রামমন্দিরের উপরিভাগ তৈরি হয়েছে রাজস্থানের পাহাড়পুর পাথর দিয়ে। বিরল গোলাপী মার্বেল পাথর। যা সৌন্দর্য ও দীর্ঘস্থায়ী বলে বিশ্ববিখ্যাত। মন্দিরটি ১৬০ ফুট লম্বা ও ২৩৫ ফুট চওড়া হচ্ছে এবং ১৬১ ফুট উঁচু।

রাম মন্দিরের জন্য ২১০০ কেজির ঘণ্টা তৈরি হয়েছে। ৬ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট চওড়া এই ঘণ্টার দাম পড়ছে একটি ঘণ্টা ২১ লাখ টাকা।

মন্দিরের ট্রাস্টি অনিল মিশ্র জানান, ভক্তরা রাম মন্দিরে শ্রীরামের বিগ্রহ দর্শনের পর সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ পাবেন না। মন্দির থেকে বেরিয়ে তারপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভক্তরা প্রসাদ পাবে। রামলালার দর্শন সেরে তবেই মিলবে প্রসাদ। অপ্রীতিকর ঘটনা কোনভাবেই যেন না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা। ৩০ ফুট দূর থেকে রামলালাকে দর্শন করতে পারবেন ভক্তরা। চেকিং-এর জন্য স্ক্যানার মেশিন বসানোর কাজ করা হচ্ছে। ব্যাগ, জুতো, নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে ভক্তদের।

কাজেই দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হবে মন্দির সহ মন্দির চত্বর। ভক্তদের সুবিধার জন্য এই নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হচ্ছে। এখন অপেক্ষা আগামী বছরের জানুয়ারির সেই মহাদিনক্ষণের। অনেকের মতে সমগ্র বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে এই মহাদ্ধিক্ষণের দিনটিতে দেশের শুভকামনার জন্য দিন গুণছেন। ইতিহাসের পাতায় আগামী ২২ জানুয়ারি দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে

☛ প্রথম পাতার পর

লোকসভা ভোটে শেষ হাসি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে তুমুল তোলপাড় ফেলেছেন স্বভাবতই দেশাত্মবোধের সেই ইস্যুতেও সরকারকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণের চেষ্টাও তাকে করতেই হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

২০১৯-এ লোকসভার ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি ছিল বিজেপির হাতে। সম্প্রতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গেরুয়াকরণ, কথা বলার স্বাধীনতা সহ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে পিছিয়ে খেলতে বাধ্য করার জন্যে বিরোধী দলগুলি এবং মিডিয়ার একটা বড় অংশ যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং এখনো লেগে আছে তাতে বিরোধী পক্ষের আশা এখান থেকেই তারা লোকসভা ভোটে ইস্যু তুলে নিতে পারবে। সম্প্রতি তিনটি রাজ্যে ব্যাপক জয়ের প্রেক্ষিতে বিজেপির আশা খেলা তাদের হাতের মুঠোতেই রয়েছে। ২০১৯-এর ৩৭ শতাংশ ভোটের অঙ্ককে আরো ওপরে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে বিজেপি উঠে পড়ে লাগলেও বিরোধী পক্ষ ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছিল যে, ২০২৪-এ বিজেপি তথাকথিত ফ্রন্ট রানার হলেও দক্ষিণে তাদের মুঠো মোটেই শক্ত করতে তারা পারেনি। হিসেব মতো দেড় দশক আগে তারা কর্নাটকে প্রথম ক্ষমতায় আসে। তারপরে সেখানকার বাইরে তারা পা অব্দি ফেলতে পারেনি। লক্ষ্য রাখা ভালো দক্ষিণেও কিন্তু ১৩০টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২৯ টি বিজেপির দখলে। অর্থাৎ সেখানেও তারা কিন্তু হাল ছাড়েনি। বরং গত বারের ২৯ টির জায়গায় এবার অর্থাৎ ২০২৪-এ তাদের লক্ষ্য ৬০টি আসন। কারণ তারা জানে ৩০৩-এর থেকে আসন বাড়তে হলে তাদের পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যেভাবেই হোক জমি শক্ত করতে হবে। এবার প্রশ্ন হল, কীভাবে ? লক্ষ্য রাখা দরকার , বিজেপির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতি কিন্তু সারা দেশে আস্তে আস্তে শক্ত মাটি পাচ্ছে। মনে রাখা ভালো অযোধ্যাতেও রাম মন্দিরে নির্মিত হচ্ছে গোপূরম, যা দক্ষিণী স্টাইল। অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণের সাংস্কৃতিক মিলনের তত্ত্ব খাড়া করে এবারের ভোটে মোদী ম্যাজিক দক্ষিণেও হয়ত কেল্লাফতে করে ফেলতে পারবে না, কিন্তু একটা শক্ত ভূমির সম্ভাবনাকে প্রাণিত করলেও করতে পারে।

৭ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক যুবদের

উদিতা গুপ্ত ঃ যৌবনের ডাকে পুরুলিয়া থেকে যে ইনসাফ যাত্রা শুরু হয়েছিল তা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ঘুরে গত ২০শে ডিসেম্বর আসে উত্তর ২৪ পরগনার বাগুইআটিতে। সেখানে পদযাত্রীদের নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাদা পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেন যুব নেতৃত্ব। ৭ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আবেদন জানিয়ে মিনাক্ষী মুখার্জী, দিপ্সিতা ধর সহ অন্যান্য যুব নেতাদের নেতৃত্বে পদযাত্রীরা এগিয়ে যান রাজারহাটের দিকে। পথের দু'ধারে হাজার হাজার মানুষ অভিনন্দন জানান পদযাত্রীদের। রাজারহাট চৌমাথা হয়ে ইনসাফ যাত্রা যায় শিখরপুর খেলার মাঠে। সেখানে সমাবেশের মধ্য দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইনসাফ যাত্রা সমাপ্ত করেন পদযাত্রীরা। ৭ই জানুয়ারি'২৪ ব্রিগেড সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হবে এই আন্দোলন।

ROY SHOE COMPANY
Karimpur, Nadia

Students' Study Group
SSG
ADMISSION GOING ON
For
Class VI-X : Arts Group
Class XI-XII : Geography & Bengali (All Boards)
Class B. A. : Bengali, History, Sociology
For Details Contact :
Suchita Gupta
Mob. : 7890005063

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, East Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Type Setting : Impression, Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 030. **Editor :** Haimanti Roy Thakur, **Sub-Editor :** Ajoy Roy